শহিদ দিবস

বিশ্বজিত চৌধুরী

চরিত্রাবলী

ছন্দা	মা	আশু
মহিলা	নান্টু	সুদীপ
রাজু	১ম ব্যক্তি	২য় ব্যক্তি
৩য় ব্যক্তি	সুধীর	পরিমল

রিপোর্টার

(মঞ্চের পর্দা খোলার সাথে সাথে নেপথ্যে বা আবহে গান "এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে জলধি নদী" তার সাথে ভাষ্যকার)

ভাষ্যকার। ১৯শে মে, ১৯৬১ সাল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী যখন সমস্ত বিশ্বে পালিত হচ্ছে তখন অবিভক্ত কাছাড়ে শুরু হয়েছে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্যে অহিংস আন্দোলন। আন্দোলনে আন্দোলনে উত্তাল জনজীবনে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের দুর্বার শপথ—

(আলোর বৃত্তে এক অশীতিপর বৃদ্ধার মুখ)

কোরাস। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ। জান দেবো জবান দেবো না, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ।

(বৃদ্ধা হঠাৎ প্রচণ্ড আর্তনাদ করে দুহাতে মুখ ঢাকে। দূরে মসজিদের আজানের শব্দ, তার সাথে আলো আসে। বৃদ্ধার মেয়ে ছন্দা বাইরে থেকে আসে। মাকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়।)

ছন্দা। মা, ওমা, কিতা হইছে গো?

মা। *(সম্বিৎ ফিরে পায়)* কে? ও ছন্দা। আমারে কিচ্ছু কইরে নি?

ছন্দা। সন্ধ্যার সময় বাইরে বই রইছো কেনে? শরীর খারাপ করছে নি?

মা। না। না। ইস্। সন্ধ্যা হই যার দেখি?

ছন্দা। শুনলাম নানা একটু আগে আজান দিলো।

মা। ওগো ছন্দা, আমি একটু দত্ত বাবুর বাড়িত থাকি আই গিয়া।

ছন্দা। শরীর ভালা না লাগলে বাদ দেও না আজকে। একবেলা না গেলে কিচ্ছু হইতো নায়।

মা। না। না। দুপুরে তান কর্মচারী হকলে তান বাড়িত ভাত খায়। বউত বাসন পড়ি থাকে। না গেলে দত্ত বাবুর বৌয়ে বড় কেটকেটি করে।

ছন্দা। তে ছাড়ি দেওনা কেনে? দেয় তো মাসে খালি যাইট টেকা। এও দুই বেলা বাসন ধোয়া, ঘর মুছা, কাপড় ধোয়া এর উপরে আবার মাতো নি?

মা। ছাড়ি দিলে চলবো কেমনে রে মা। নান্টুটায় আর কয়টেকা বেতন পায়?

ছন্দা। এর লাগিয়া কিতা শরীর খারাপ থাকলেও যাইতে লাগবো না কিতা?

মা। কিতা করবো। রে মা, যেমন কপাল লইয়া আইছলাম। একজনে তো ভাসাইয়া দিয়া গেলা। সংসার ইখান তো ঠেলা ধাক্কা দিয়া চালানি লাগবো।

(মা চলে যেতে চায়। ছন্দা পিছু ডাকে)

ছন্দা। মা, কালকে নু উনিশ তারিখ। যাইতায় নি একবা গান্ধীবাগো?

মা। কিতা হইতো?

ছন্দা। না। দুইটা ধূপকাঠি জ্বলাই দিয়া আইলামনে।

মা। হিনো সব বড় বড় মানুষের ভিড়। তুই কিনার ভীড়তে পারবে নিরে মা।

ছন্দা। কিন্তু আমরা তো শহিদর পরিবার, বাবায় নিজর জীবন দিছইন।

মা। কিতা লাভ হইল? সংসার টাতো ভাসাইয়া দিয়া গেলা নান্টুটার পড়াশুনা হইলো না, তোরও কষ্ট—মানুষর বাড়ীত বাড়ীত ঝি গিরি করিয়া অতোটা বছর চলছে। কেউ তো একবার মুখর কথাও জিগাইছে না। নারে মা সব সহ্য হয়, ই অপমান সহ্য হয় না।

(মা বেড়িয়ে যায়। ছন্দা ঘরের কাজকর্ম করতে থাকে, হঠাৎ পাশের ঘরে বিকট শব্দে

Tape Recorder এ কোন হিন্দি গান ভেসে আসে।)

ছন্দা। অউ শুরু হইল। অখন থাকি দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলবো লারে লাপ্পা গান, একটু কমাইয়া বাজাইতো পারে না। মানুষরে শোনায় Tape কিনছ। যতো ছোটলুক আইয়া জমছইন ইখানো।

(ছন্দা ঘরে ঢুকে যায়। গানের তালে তালে নাচতে নাচতে ছন্দার ছেলে আশু আসে। হঠাৎ গান থেমে যায়। আশু দাঁড়িয়ে পড়ে, ছন্দা বেরোয়।)

কিতারে ডানা গজাই গেছে নানি? সন্ধ্যা হই গেছে অখনো ঘর লইবার নাম নাই, বাঁশ ইখান হাতো কেনে, কিতা হইতো?

আশু। মশাল বানাইতাম।

ছন্দা। কিতা?

আশু। কালকে নু শহিদ দিবস। সুদীপদা তারা কালকে মশাল মিছিল বাকরবা আমরাও যাইমু। ওমা একটু ছিড়া তেনা আর কেরাসিন দিবায় নি গো।

ছন্দা। আগল ডাইয়ামীর সীমা নাই। কেরাসিন। মানুষে ছয় টেকা করিয়া ব্ল্যাকে কিনের আর তাইন ঢং সাজিয়া ঘুরতা। যাও হাত পা ধুইয়া বই পত্রত একটু ধূপ ধূনা দেখাও, উদ্ধার করো আমারে—

(জোর করে আশুকে ঘরে পাঠায় ওপাশ দিয়ে একজন মহিলা আসে)

মহিলা। আশুর মা ঘরো নি গো?

ছন্দা। কে? ও দিবি নি? কিতা গো?

মহিলা। একটু চিনি থাকলে দেও রে গো। আমার আইলে তুমারে দিলাইমু।

ছন্দা। দেখি আছে নি। *(ছন্দা ভিতরে যায়। মহিলা আপন মনে)*

মহিলা। খারাপও লাগে গো তুমরার কাছে খুঁজতে—কিন্তু কিতা করতাম কও। অউ তখন থাকিয়া তারে কইয়ার—যারে একটু চিনি লইয়া আয়। কিন্তু আমার কথা কে শুনতো? অউ টেঁইপ ইণ্ড লইয়া পড়ছে। হদিন কিনছে গো। পাঁচশো টেকা দাম। দুইদিন গেছে না, অখন কিতা বুলে ফিতা পেচাইলায়। দিল্লি আলা গছাই দিছে না কিতা কে জানে? (ছন্দা বেরোয়) খারাপ পাইও না রে গো। আমার আইলে তুমারে দিলাইমু—তে তুমার মা কই গো?

ছন্দা। কামো গেছইন।

মহিলা। ও, তে আইলাম যখন একট বইয়াউ যাই। কোনখানো গিয়া যে রে গো দুই দণ্ড বইতাম, দুই একখান সুখ-দুঃখর মাত মাততাম। হি কপাল লইয়া অছিলাম চি। দুইটা মানুষ সকালে বারইলে কোন সময় যে ঘর লইবো—তুমি সারাদিন ভাত লইয়া বই থাকো। তে তোমার কিতা গো, কোন ফয়সলা হইছে নি?

ছন্দা। কিতার?

মহিলা। না, আশুর বাবার লগে। ইকানো থাকবায় না যাইবায় গিয়া আবার—?

ছন্দা। নান্টুর মত নাই।

মহিলা। নান্টু? নান্টুয়ে আবার কিতা কইতো গো? হদিনের পুলা। শোন নিজর ভালা মন্দ নিজরউ বুঝা লাগে। না না। ইলা তেজ দেখাইয়া তুমার আইয়াওয়া ঠিক হইছে না। আইজ ভালা নান্টুয়ে বিয়া সাদী করছে না, কিন্তু কাইল? কাইল যখন ঘরো একটা বৌ আইবো তখন তোমার কিতা গতি হইবো একবার ভাবিয়া দেখছো নি?

ছন্দা। আমার ব্যবস্থা আমিউ করমু।

মহিলা। ব্যবস্থা। মানে কিতা গো? ছাড়াছাড়ি নি? ইতা কিতা কথ গো? অতো বয়স গিললাম ইতা তো শুনছি না। অয় শুনছি অঅইজ কাইল বুলে কিতা অঅইন কানুন বারইছে, কোটো গেলে বুলে ছাড়াছাড়ি হওয়া যায়। তুমারে একখান কথা কই, পাড়াত মানুষে কানাঘুষা করের, তুমরা হইলায় আমার নিজর মানুষ, এছাড়া তোমার বাবা কতো বড় মানুষ আছিলা, মানুষে বদনাম দিলে আমার কোন ভাল্লাগে নি?

ছন্দা। আমার অখনো সন্ধ্যা বাতি দেওয়া হইছে না।

মহিলা। অয়, আমারো বউত কাম পড়ি রইছে। দেখো যেতা ভালা বুঝো করো। আমি আর কিতা কইতাম।

(মহিলা চলে যায়। ছন্দা সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে দিতে)

ছন্দা। অলক্ষী একটা, গাও পড়িয়া আত্মীয়তা, মনো হয়, উষ্টা মারিয়া মুখ ভাঙি দিতাম।

[আশু বেরোয়]

আশু। মাগো, মাসীয়ে তুমার লগে, অতো সময় কিতা মাতলা গো?

ছন্দা। তোর হক্কল তাত কান কেনে রে বাবা, তুই বই লইয়া ব।

আশু। ঘরো যে গরম। অনো বইয়ো পড়ি।

ছন্দা। পড়ো। *(আশু বইপত্র নিয়ে পড়তে বসে)*

আশু। *(পড়তে পড়তে ঘুম পায়)* মাগো লেন্টন টায় কিছু দেখা যায় না গো মা।

(ছন্দা জবাব দেয় না। আশু লণ্ঠন কমিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে)

(ছন্দা ঘর থেকে বেরোয়। আশুকে ঘুমে অচেতন দেখে)

ছন্দা। জ্বালাইয়া খাইলো। সারাদিন বাউটা হকলর লগে টৈ টৈ, আর সন্ধ্যা হইলেউ তোমার ঘুম। ঘুরো! আরো ঘুরো!

(আশুকে মারে, আশু পরিত্রাহী চিৎকার করতে থাকে। মা আসে)

মা। এরে এরে ছন্দা, মারবে কেনে? মারি ফালাই দিতে নি পুলাটারে—

ছন্দা। মরি যাউক, অলক্ষী পুড়ামুখা, জানোয়ার বনের দিন দিন। আজকে—আজকে তোরে আমি শেষ করি লইতাম।

মা। এরে এরে বন্ধ কর চাইন।

আশু। খালি কথায় কথায় মারতা। পড়তাম নায় আমি যাও।

ছন্দা। পড়ছি না। ডর দেখাস না কিতা আমারে? না পড়লে কিতা হইবো? মানুষরা বাড়ীত চাকর গিরি করিয়া খাইবে।

আশু। অয় খাইমু। দিদিমাও তো মানুষর বাড়ীত।

ছন্দা। চুপ কর। খালি কথায় কথায় তর্ক। আজকে তোর হাড্ডি বাছি লাইতাম।

(প্রচণ্ড রাগে আবার আশুকে মারতে যায়)

মা। এরে কিতা শুরু করছস কচাই। ধারো কাছো কিতা মানুষ জন নাই নি? যা তুই ঘরো যা।

ছন্দা। মাগো, আমারে কেনে যমে নেয় না গো? অতো মানুষ মরে আমি কেনে মরি না গো। *(প্রচণ্ড কাঁদে)*

মা। এরে তুইও দেখি বাইচ্চারার মতো—যা তুই ঘরো যা।

(মা ঠেলে ঠুলে ছন্দাকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়)

দাদু, মার লগে ইরকম করতে পারে নি? মানুষে নু মন্দ কইবো?

আশু। তে আমারে কেনে কথায় কথায় খালি মারতা—

মা। মায়ে তো তুমার ভালাকরার লাগিয়াউ কয়। তুমি পড়াশুনা করিয়া ভালা চাকরী বাকরী একটা করলে আমরার আর কোন কষ্ট থাকতো নায়।অখন বড় হইরায়। মার দুঃখ তো একটু বুঝতায়। যাও মুখ চউখ ধইলাও গিয়া যাও। ছন্দা গো, ও ছন্দা—

(মা ভেতরে চলে যায়)

আশু। থাকতাম নায় আমি, যাইমু গিয়া যেবায় খুশী।

(নান্টু আসে)

নান্টু। ইস্। যে গরম ফালাইছে রে। ও মা ব্যাগটা লও আইয়াগো। কিতা বা পবন পুত্র হনুমান, তুমান চউখ মুখ ফুলা কেনে বা? চান্দা উন্দা পড়ছে নি পিঠো? ভালা রে বা ভালা। পিঠ শক্ত হইবো।

আশু। বেশী ঢং করিও না। ভাল্লাগে না।

নান্টু। বাপরে! আলদ সাপর মতো দেখি ফুঁস করিয়া উঠছ ব্যাটা। ও মা ব্যাগটা নেও গো।

মা। নান্টু আইছস নি রে! আইজ তো অতো দেরী?

নান্টু। আর কইও না। হাইলাকান্দির রাস্তাত Type মারি দিছে বাস্ট। Spare' ও নাই। Spare দিলাইছে আরেক গাড়ীত। ট্রাক একটাও উঠিয়া আইলাম জানকীপুর। Type বানাইয়া লাগাইয়া অউ থুড়া আগে আইলাম। আমরার মালিক ইণ্ড জানো নিগো মা যে পিচাশ। নতুন Type মরি গেলেও কিনতো নায়। খালি জোড়া তালি দিয়া হালার ঘরর হালায়—

মা। মুখ একখান হইছে।

নান্টু। ইতা নু বাছর হ্যাণ্ডিমেনরর মুখ গো মা। বুঝো নানি।

মা। ধারো কাছ যে, বাইচ্চা কাইচ্চা আছে, তোমার বচন ইতা হিকউক।

নান্টু। আর হিখানি লাগতো নয়। যেনো আছি। পাকতে আর বেশীদিন যাইতো নায়। তে ইদিকে কিতা হইছে?

মা। ছন্দায় ভালা খেচা দিছে।

নান্টু। আর হিকানি লাগতা নয়। যেনো আছি। পাকতে আর বেশিদিন যাইতো নায়। তে হিখানি লাগতো নয়। যেনো আছি। পাকতে আর বেশীদিন যাইতো নায়। তে ইদিকে কিতা হইছে?

মা। ছন্দায় ভালা খেচা দিছে।

নান্টু। কেনে?

মা। পড়াশোনা করতো নায়। খালি বাউটা হকলর লগে টৈ টৈ।

নান্টু। ও। ইতার লাগিয়াউ গাল ফুলাইয়া বওয়াত। *(মাথায় হাত দিয়ে দেখে)* ও মা, যে গরম গো। কেটলি বওয়াইলে জল গরম হই যাইবো।

মা। তুই আবার ছলাইরে কেনে? *(মা ঘরে যায়)*

নান্টু। দূর ব্যাটা মামু। একটু মারতেউ কান্দিয়া Flood করি লাইলে, তোর সমান, থাকতে বাবায় কবার আমারে ঘরর তীরর লগে লটকাইয়া যে মাইর দিছলা—আর তোরে—*(উদাস হয়ে যায়)* (আইজ আমার বাপ নাই রে।

আশু। মামা দাদুর কথা তোমার মনো আছে নি?

নান্টু। অয় রে। ঠিক এমন সময় বাবায় ছাত্র পড়াইয়া বাসাত আইতা। সুন্দর একটা মানুষ। কতো সুন্দর যে লাগতো বাবারে। কতো সুখর সংসার আছিল আমরার-বাবা, মা, আমি আমার দিনি-অতো সুখ বোধ হয় ভগবানর সহ্য হইলো না। শুরু হই গেলো ভাষা আন্দোলন, আমার বাবাও হি আন্দোলনো ঝাপাইয়া পড়লো। বাবার কখন সময় নাই—আইজ ইখানো কাইল হিখানো মিটিং, মিছিল, ধর্না-এরপরে আইলো

াহিদিন ১৯শে মে, শিলচর রেল স্টেহনে পিকেটিং। স্টেশনো চললো গুলি—এগারোটা জীবন শেষ হই গেল, আমার বাবা যে হিদিন বারইয়া গেলা আর বাবারে—(নান্টু অঝোরে কাঁদে) আবহসংগীত। তারপর একসময় নান্টু সম্বিৎ ফিরে পায়।) মামারে বউ রাইত হই গেছে। যাও খাই লাও গিয়া—

আশু। আমার ক্ষুধা লাগছে না।

নান্টু। যাও, যাও।

(আশু ঘরে যায় নান্টু বারান্দায় বসেই থাকে। ওপাশ দিয়ে ক্লাবের ছেলেগুলো প্রবেশ করে। প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল করে ক্লাবে ঢোকে। সদীপ আসে।)

সুদীপ। অই রাজু, রাজু আছে নি রে?

(রাজু নামে ছেলেটি এগিয়ে আসে।)

কালকে সকালে হরিদাসরে দিয়া ঘরটা ভালাটিকে পরিষ্কার করাইবে, আর আমি বন্দনা তারারে কই চিছি তারা ফুল তুলিয়া মালা বানাই দিয়া যাইবো। মাইক আনছস নি?

রাজু। অয়। শালা অজিত পালে নতুন ব্যাটারী দিতো চায় না। কয় একশো টাকা লাগবে।

সুদীপ। তারে কইছস না ক্লাবর Function?

রাজু। কইছি।

সুদীপ। অজিত পালর Sound আইজ কাইল বাড়ি গেছে। জাতা একটা দিলে ঠিক হইবো। বাদ দে তোরা আজকেউ সব কাজ আটাইয়া রাখ, কালকে সময় পাইতে নায়। কালকে সকালে প্রভাত ফেরী তারপরে Street Drama, তারপরে Minister Programme সন্ধ্যার সময় আবার মশাল মিছিল আছে। অই রাজু একটা Announcement দিলা, জানুক পাড়ার মানুষে *(আরেকটি ছেলেকে)* অই তুই সব শহিদের নাম লেখি লা।

১ম ব্যক্তি। সব শহিদের নাম জানি না বা।

সুদীপ। আশীষ তারার কাছে যা, লেখিয়া আন। *(১ম চলে যেতে চায়।)* দাঁড়া, দাঁড়া, আমি আগে ক্লাবটা দেখি লাই।

(সবাই ক্লাবে ঢোকে। ওপাশে মা বেরোয়)

মা। অউ শুরু হইল, রোজদিন একটা না একটা হাল্লা ইলাখান থাকতে আর ভাল্লাগে না রে।

নান্টু। যাইতায় কই? একশো টেকা ভাড়ায় নু গরুর খোঁয়াড়ও মিলে না। Licenseটা যদি পাই লাইতাম গো মা। াইজ কাইল 407 চালাইলে ভালা টেকা আছে।

মা। তে License কবে দিতো?

নান্টু। বড় বাবুরে নু পাঁচশো টাকা ঘুষ দিতে লাগে। পাইতাম কই?

মা। তোর পরিমল কাকুর কাছে একবার যা না।

নান্টু। তোমার ই পরিমল কাকু আমারে দেখাইও না। না খাইয়া মরমু তেও ভালা, তবু আমি তার কাছে হাত পাততাম নায়।

মা। তোর সবসময় অতো উগ্রচণ্ডী মেজাজ কেনে রে?

নান্টু। মেজাজ গরম হইতো নায় নি? আগে দিন রাই আমরার বাড়িত পড়ি রইছে, আমার বাবাও গেলা, আর হে আমরারে ঠ্যাং দেখায়, রাস্তাত দেখা হইলে অখন চিনে না। তাইন অখন Leader হইছইন Leader। দালালী করিয়া ভাল মাল বানাইছে, তার কাছে হাত পাতলে আমার বাপ দশ।

মা। তোর লগে মাতাউ বিপদ। গলা ইখান হইছে-একেবারে ফাঁটা বাঁশ।

নান্টু। দূর! তুমি আমার তার ছিড়াই দিছো আমি আই গিয়া—

মা। অখন আবার কই যাই রে?

নান্টু। অউ শম্ভুদার বাসাত থাকিয়া আই গিয়া—

মা। গিয়াউ তো বই যাইবে তাস পিটানিত, আইতে আইতে রাইত বারোটা তুই একটু তাড়াতাড়ি আইলে তো ছন্দাটায় একটু বিশ্রাম পায় সারাদিন মাইয়াটার অতো খাটনি যায়।

নান্টু। আইমু রে গো আইমু—

(নান্টু ঠেলে ঠুলে মাকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর বেরিয়ে যায়) ওপাশ দিয়ে সুদীন বেরোয়।

সুদীপ। অই রাজ Announcement টা দেবে। অই শুন, আমি একটু রঞ্জনদার বাসাত থাকিয়া আই গিয়া, হিখানো মেয়েরার Rehearsal চলের, তোরা যাইছ না, আমি আইয়া তোরার Street Drama'র Rehearsal দেওয়াইমু—

১ম। ও সুদীপ দা, তোমার Street Drama ইগু বাদ দিলে হয় নানি?

সুদীপ। কেনে?

১ম। নার বা ই গরমো শরীর জ্বালাই লাইবো—

সুদীপ। রঞ্জনদায় বউত কষ্ট করিয়া লেখছে, ইটা করতে লাগবো।

১ম। দূর। ইগু ঝুলা—

সুদীপ। অয়, সব তোরার মতা জাবড়া হইতো? ঝুলা মানুষ এক দুইটা ক্লাবে থাকতে লাগবো। আমি আই।

২য়। ও সুদীপদা, ইবার বুলে আশীষ তারা আমরা লগে Competetion করতো। তারা বুলে গুলি উলি দেখার।

সুদীপ। দেখাউক রে দেখাউক, Minister তো তারার হিখানো যায় না, Minister আমরাও ইখানো অঅর Minister আইলে নু বে ভালা মাল পাইমু—

সবাই। তোমারে মানছি রে বা।

সুদীপ। আমি আই *(সুদীপ চলে যায়)।*

৩য়। অই, সুদীপদা আইতে আইতে একদান মারি দেই। *(সবাই তাস খেলতে বসে যায়। নেপথ্যে রাজুর ঘোষণা।)*

রাজু। *(নেপথ্যে)* হ্যালো, হ্যালো মাইক Testing, হ্যালো। এতদ্বারার সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে জানানো যাইতেছে যে, আগামীকাল Blood Hunters ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শহিদ দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে, উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মিহির লাল রায়, মাননীয় মন্ত্রী স্থায়ী শহিদ বেদীর উদ্বোধন করিবেন। আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

(রাজু বেরিয়ে আসে)

অই কিতা খেলরে বে?

১ম ব্যক্তি। Fish।

রাজু। দে, আমারে দে।

৩য়। বইতে পারো ভাই, বাকী হইতো নায়। Cash দিলাই বায়।

রাজু। Cash খেলমু বে।

১ম। রাজুর দেখি আইজকাইল মালে মান।

রাজু। নাগিনা টু এণ্ডিং খেলছি।

(সবাই খেলতে থাকে)

অই সুদীপদা কই গেছে বে?

২য়। রঞ্জনদার বাসাত—

রাজু। সুদীপদাও লাইনো পড়ি গেছে।

২য়। কেমনে বে?

রাজু। হিনো নু মেয়েরার Rehearsal চলের, সব সবর হাতে সাড়ে তিন হাত।

৩য়। অই কালকে আরতি যাইবো নিবে প্রভাত ফেরীত, আমরার লগে?

১ম। কেনে? তুই কিতা গলি গেলে না কিতা?

৩য়। না বে, এমনেউ জিগাইছি

রাজু। আগ বাড়িছ না, তোরে Colgate এ কিতা কইছিল মনো আছে নি?

২য়। কোন Colgate বে?

রাজু। অউ তমাল তারার লাগা বাড়িত থাকে যে?

(৩য় প্রচণ্ড রাগ করে। ঝগড়া বেঁধে যায়, এর মধ্যে সুদীপ এসে দাঁড়ায়। সবাই সন্ত্রস্ত)

সুদীপ। তোরারে লইয়া আর পারা গেল না, Chance পাইলেউ পাণ্ডি মারাত বই যায়। আটা সব। Rehearsal শুরু কর।

সবাই লাইন ধরে দাঁড়ায়) শুরু কর।

রাজু। ১৯৫২ সাল, মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায় ওপার বাংলায় প্রাণ দিলোর সালাম বরকতেরা।

১ম। ১৯৬১ সাল, অবিভক্ত কাছাড়ে শুরু হল আন্দোলন—আন্দোলন, ও সুদীপ দা, র পরে কিতা বা?

সুদীপ। দুইটা লাইন তোমার মনো থাকে না। এরপরে রাস্তাত ভুললে কে তোমারে Prompt করতো। আমার লগে ক, আন্দোলনে আন্দোলনে।

১ম। আন্দোলনে, আন্দোলনে।

সুদীপ। উত্তাল জনজীবনে

১ম। উত্তাল জনজীবনে

সুদীপ। ধ্বনিত হয়

১ম। ধ্বনিত হয়

সুদীপ। প্রতিবাদের দুর্বার শপথ

১ম। প্রতিবাদের দুর্বার শপথ

সুদীপ। অখন এক লগে ক

১ম। আন্দোলনে আন্দোলনে উত্তাল জনজীবনে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের দুর্বার শপথ মাতৃভাষা—

সবাই। জিন্দাবাদ

সুদীপ। বাংলা ভাষা

সবাই। জিন্দাবাদ

সুদীপ। জান দেবো,

সবাই। জবান দেবো না

বল বীর বলো উন্নত মম শির

শর নেহারি আমারি-নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির বলো বীর

(সুধীরবাবু আসে)

সুদীপ। শুনইন, ইখানো মাত্র দুই কাঠা জমি আপনার, বাকী সব PWD'র জবর দখল করছুইন, কলোনী বানাইছইন তবু কিছ মাতছিনা, ক্লাবর লগে লাগলে ফল ভালা হইতো নায়।

সুধীর। তুমি কিতা আমারে ধমক দেও না কিতা বা?

সুদীপ। অয় দেই। ফিতা করি লাইবা?

রাজু। অ সুদীপতা, অতো কিতা মাতো বা বুড়ার লগে, Rare একটা দিলাই।

সুধীর। তুমি হরেন বাবুর ছেলে নানি বা? তোমার বাবা তো Freedom Fighter আছলা বা, ছিঃ ছিঃ।

(সুদীপ রাজুকে সরিয়ে দেয়।)

সুদীপ। দূর! অতো সময় ধরিয়া বুঝাইয়ার। অই ইটারে বার কর।

(সবাই ঠেলে ঠুলে সুধীরবাবুকে বাইরে নিয়ে যায়। ন্যান্টু আসে)

সুদীপ। অই, তুই ইখানো কিতা? ফোট।

(সুদীপ বেরিয়ে যায়। মা ঘর থেকে বেরোয়)

মা। কিতা হইছে রে নান্টু, গণ্ডগোল কিতা?

নান্টু। না, সুধীরকাকুর লগে Club'র ছেলেরার—

মা। মাইর পিট করছে নি? কালে কালে যে কিতা হইল? বাপর বয়সী মানুষ।

নান্টু। আস্তে। শুনলে নু গজব আমরার উপরে পড়বো। তুমি ঘুমাইতায় নানি?

মা। নারে, আমি একটু বাইরে বই, তোরা ঘুমা গিয়া।

নান্টু। তুমি যে কিতা শুরু করছো নানি?

(নান্টু ভেতরে চলে যায়। মা বারান্দায় বসেই থাকে। আবার Club'এর ছেলেগুলি আসে)

সবাই। দিয়া আইছি হালারে।

সুদীপ। বাদ দে, Programme টা যাউক, তারপরে আমি দেখমু অরে। Rehearsal শুরু কর।

(সবাই Line ধরে দাঁড়ায়)

রাজু। উনিশের সেই রক্তঝরা দিনের কথা।

১ম। আমরা কি কখনো ভুলতে পারি?

কোরাস। হে অমর শহিদ, আমরার তোমায় ভুলিনি, ভুলবো না।

রাজু। উনিশের সেই পুণ্য দিনে, শিলচর রেল স্টেশনে হাজার হাজার অহিংস সত্যাগ্রহীর ভীড়।

১ম। হাজার কণ্ঠে দৃপ্ত মনে শুধু একই শপথ—

কোরাস। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, জান দেবো জবান দেবো না।

রাজু। হঠাৎ গর্জে উঠল ঘাতকের গুলি—

১ম। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মাতৃভাষার সম্মান বাঁচালো

কোরাস। দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন।

(আলোর পরিবর্তন। আবহসংগীত। কেবল মার মুখে আলো মা নিজের চিন্তায় বিভোর। তারপর এক সময় ভোরের আলো আসে। আশু চুপিসারে বেরিয়ে যায়। বেলা বাড়ে নান্টু, ঘুম ভেঙে বেরোয়। মাকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়।)

নান্টু। মা, তুমি আস্তা রাইত ঘুমাইছো না? কিতা যে শুরু করছো নানি?

(মাকে ঠেলে ঠুলে ঘরে পাঠিয়ে দেয়, ছন্দা আসে।)

ছন্দা। নে, চা নে।

নান্টু। দিদি, মার কিতা হইছে বে? কাইল থাকিয়া দেখিয়ার তাইন খাইন না ঘুমাইন না, খালি বইয়া বইয়া কিতা চিন্তা করইন।

ছন্দা। বাবার কথা বোধ হয় মনো হয়।

নান্টু। তোর বাবার কথা মনো আছে নি দিদি?

ছন্দা। বাঃ! আমার মনো থাকতো নায় কেনে?

নান্টু। আমার রে ভাই অখনো স্পষ্ট মনো হয় অউ বোধ হয় মানুষটা কিনারোউ আছে, যখন চমক ভাঙে তখন বুঝি মানুষটা তো আর ফিরিয়া আইতো নায়

(বাইরে থেকে গান গাইতে গাইতে আশু আসে)

ও মামু, সকাল সকাল কই থাকিয়া আইলায়?

আশু। প্রভাতফেরী দেখিয়ার আইলাম। ইয়া মালিক। গাড়ীটাকে যে সুন্দর সাজাইছে। সুদীপদা তারা বেজান ছেলেমেয়ে লইয়া গান গাইতে গাইতে গেছইন। ইবার বুঝছোনি মামু, হেভী কম্পিটিশন।

ছন্দা। কালে কালে কতো পেখম দেখমু, শহিদ দিবস অখন ঝুলন যাত্রা হই গেছে।

নান্টু। ঠিক কইছস্। আকথা একদিন মনো হইল, এহে। কালকে তো শহিদ দিবস। ব্যাস! চানাদা তুলো, মাইক বাজাও আর যেনো খুশী শহিদ বেদী বানাও। প্রভাতফেরী, বড় বড় লেকচার—হে অমর শহিদ, আমরা তোমায় ভুলি নি, ভুলবো না, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ। বাঃ! কি দারুণ লেকচার। যেই কোনমতে দুপুর হইলো হকলে বাড়ীত গিয়া খাইয়া দিলা এক ঘুম, আর ঘুম থাকি উঠিয়া টিমটিমি কয়টা মোমবাতি জ্বালাই দিলাইলা, ব্যাস! শহিদ দিবস এক বছরর লাগি শেষ! সব শহিদ চাঙ্গো উঠি গেলা।

ছন্দা। মাতর ছিরি দেখো—

নান্টু। ঠিক মাতিয়ার। সবা হয় বে, ই শহিদরারে কেউ মনো রাখে না, সব নিজর নিজর তালো, নিজর নিজর ধান্দাত।

ছন্দা। *(আশুকে)* বাবারে কলো বোধহয় জল আইছে রে, এক বালতি জল লইয়া আয় রে বা।

আশু। আমি পারতাম নায়।

ছন্দা। যারে বা, পরে লাইন লাগি গেলে নু আর পাইতাম নায়।

নান্টু। যা না লইয়া আইবে।

(আশু জল আনতে চলে যায়)

ছন্দা। নান্টুরে তোরে একটা কথা কইতাম।

নান্টু। কই লা।

ছন্দা। তুই একবারর তার কাছে যাইবে নি রে বা?

নান্টু। কার কাছে বে?

ছন্দা। ইয়! তোরে বুঝানিও সমস্যা! আশুর বাবার কাছে বে?

নান্টু। কেনে? হি হারামজাদের কাছে জাইতাম কেনে?

ছন্দা। না! যদি মাসে মাসে কিছু অন্ততঃ দেয়, তোর আর মার জান কিছুটা বাঁচে। দুইটা মানুষ তোরার উপরে—

নান্টু। বোঝা হই রইছস? সকাল সকাল আমার তার ছিড়াইস না কইয়ার। অই তুই আর মামু কিতা আমার পর নি বে? আজকে তোর কেমনে মনো হইলো তোরা আমার উপরে বোঝা হই রইছস?

ছন্দা। আস্তে আস্তে। আশু আর। *(আশু আসে)*

আশু। ও মামু, আজকে যাইবার নি?

নান্টু। কই?

আশু। শহিদ মিনারো।

নান্টু। অয় ভাবিয়ার একবার ঘুরিয়া আইমু।

আশু। আমিও যাইতাম।

ছন্দা। তুই গিয়া কিতা করতে? আজকে এমনেউ গাড়ী ঘোড়া কম চলবো।

আশু। হউক। আমি হাটিয়া যাইমু।

ছন্দা। হক্কলতাত ঠ্যাটামী!

নান্টু। কর যখন যাইতো চলউক না। তুইও বেশী মাতছ। *(আশুকে)* চল চল আমরা শার্ট প্যান্ট লাগাই দেই।

(আশু এবং নান্টু ঘরে ঢুকে যায়) (ও পাশ দিয়ে ক্লাবের ছেলেগুলি প্রবেশ করে)

রাজু। বাপরে বাপ। শরীরর জ্বালাই লাইছে রে, যে রোইদ!

১ম। অই Patner! Street Drama করতে খারাপ লাগে না বে।

রাজু। খারাপ লাগে না, তবে আমার তনাই একেবারে শেষ হই গেছে। যে রোইদ!

২য়। সব থাকি আরামো আছিল সমীরদা। আমরার হালায় পাছায়—কর্তাল বাইরায় আর হে বগলো কেখান গীটার লইয়া বেটীন্তর লগে গান গায়।

রাজু। আবার কেন্তা মারিয়ার দাঁড়াইছিল Beauty Queen'র ধারে-

১ম। ঠিকউ রে ভাই, কপাল লইয়া আইছিল সমীরদায়, আমরারে হালা কুত্তায়ও পুছে না, আর তারের সমীরদা একটু Sharp ধরো না।

৩য়। অই আজকে আরতির সাজ দেখছিলে নি আমার রে ভাই মাথা খারাপ হই গেছে কোনদিন তাইরে কই দিতাম।

রাজু। আগ বাড়িস' না।

২য়। জুতা খাইবে না। তাইর পিছে বউত বড় বড় মুরগায় ঠুকরার।

(৩য় প্রচণ্ড রাগ করে। মুহূর্তে ঝগড়া বেঁধে যায়। সবাই ঝগড়া করতে করতে ক্লাবে ঢোকে। ওপাশ দিয়ে আশু এবং নান্টু বেরোয়।)

আশু। ও মামু চলো বা!

নান্টু। চল! চল! ইস্! শার্ট লাগাইবার দিশ দিরে না।

(নান্টু এবং আশু বেরিয়ে যায়। আবার ক্লাবের ছেলেগুলি ঢোকে। গুলতানি করতে থাকে। পরিমলবাবু আসে)

পরিমল। কিতা বা তোমরার মানুষজন কই? Minister কোন সময় আইতা?

রাজু। আইন সুদীপতা আনতো গেছে।

পরিমল। আমারে কইলো ব্যাটা এগারোটায় মিটিং, আমি হক্কল কাজ ফালাইয়া দৌড়াইয়া আইয়ার,

রাজু। আইন কাকু ক্লাবো বইন

পরিমল। না, আমি বরং এরার বাড়ীত থাকিয়া আই গিয়া—

রাজু। তে আইবা তো কাকু।

পরিমল। ইতা কিতা মাতো ব্যাটা, মিহির আইবো আর আমি আইতাম নায়নি? দাদা কইয়া ডাকে বে!

রাজু। *(পরিমল নান্টুদের ঘরের দিকে এগিয়ে যান। ছেলেগুলি ক্লাবে ঢোকে)*

বাড়ীত কেউ আছো নি গো? নান্টু!

(ছন্দা বেরোয়)

ছন্দা। কে? ও কাকু নি!

পরিমল। ছন্দা নি বেটি? তোর শরীর স্বাস্থ্য ইতা কিতা হইছে? তুই খাওয়া দাওয়া করছ নানি?

ছন্দা। আর শরীর! আইন কাকু ঘরোর আইন।

পরিমল। নারে যে গরম।! তোরার ঘরে তো আবার fan'ও নাই, অনোউ কিছু একটা দিলা।

(ছন্দা একটি মোড়া এগিয়ে দেয়) তোর মা কই বেটি?

ছন্দা। শই রইছইন।

পরিমল। ই অবেলায় শই রইছইর। শরীর খারাপ করছে না কিতা?/

ছন্দা। না। না। *(মা বেরোয়)*

মা। কে আইছে রে ছন্দ? ও আপনে।

পরিমল। অয় অয় আইছলাম। অউ Club'র পুলাইন্তে গিয়া ধরছে আজকে বুলে মিহির আইতো—Mininster! বোঝাইন কতো আবদান রাখা লাগে।

ছন্দা। কাকু তো অখন ইদিকে আওয়াউ ছাড়ি দিছইন।

পরিমল। সময় কই বেটি। চাইর চাইরটা দোকান। এর মাঝে সত্য-আমার বড় পোলায় দুইটা Night Super নামাই দিছে, কতোদিক সামলাইবায়?

মা। কেনে? ছেলেরা তো আছে।

পরিমল। আছে। কিন্তু আমি যে দিকে দেখতাম নায় বুঝছোনি, হবায় চুরি। এর পরে তো তোমার সভাসমিতি লাগিয়াউ আছে। অটার Patron, হটার *President*। অউতো হদিন কয়জন আইয়া ধরছে, কাকু আপনে আমরার Club'র President হওয়া লাগবো। আমি কইছি রে বাবারে টাকা পয়সা যা লাগে নেও গিয়া, ই President আমি হইতাম পারতাম নায়। তে তোমরার খবর কিতা গো? নান্টুয়ে কিতা করে?

মা। অউ গাড়ী একটাত আছে।

পরিমল। ভালা ভালা। ই বাউটামী করাত থাকিয়া কিছু একটাত লাগিয়া থাকা ভালা।

মা। আপনে একটু বইন, আমি আইয়ার। *(মা 'ঘরে যায়)*

কাকু আপনারে একটা কথা কইতাম মায়ে যাতে জানইন না।

পরিমল। কও।

ছন্দা। আপনার তো বউত জানাশোনা, নান্টুদার যদি একটা চাকরী বাকরী—

পরিমল। চাকরী! চাকরীর বাজার বড় খারাপ রে বেটি। পিওন, চৌকিদারের চাকরী পাইতেও নু আইজ কাইল ঘুষ দিতে লাগে। অউতো হদিন আমার ছোট বৌ ছলি গেলা তান থরো বইয়া আর সময় কাটে না, তানরে একটা কিছু করিয়া দিতাম, দিছি। পঁচিশ হাজার টেকা গনিয়া গনিয়া দিছি, এও Termporary Post!

মা। অতো টেকা আমরা কই থাকিয়া দিতাম?

পরিমল। আমি কই কিতা, তুইও কোন কাজে কামে লাগি যা। আইজ কাইল ঘরো বইয়া ঠোঙা বানাইলেও ভালা টেকা আছে। *(মা*

আসে)

মা। নেইন একটু চা।

পরিমল। চা! চা খাওয়া তো অখন Restriction. বয়স হইছে তো! এরে! ইতায় তো দেরী করি লইরা। বিকালে নু আমার আবার Dc'র লগে Meeting তোর পুলা কই বেটী?

ছন্দা। নান্টুর লগে শহিদ মিনারো গেছে।

পরিমল। তোর বাবার কথারে বেটী অখনো মনো হয়, কতো বুঝাইছি তুমি আগ বাড়িয়া হক্কল তাত যাইও না, পাতলা পাতলা থাকো। কে কার কথা শুনতো। নিজে আগ বাড়িয়া গেল। কিতা লাভ হইল? নিজেও মরলো, তোমরারে ভাসাইয়া থাইয়া গেল।

(Reporter আসে)

Reporter। দাদা, শহিদের বাড়ীটা কোনদিকে কইতে পারবানি?

পরিমল। ইটাউ।

রিপো। তান মিসেস্!

পরিমল। অউ তো!

রিপো। যাউক, ঠিক জাগাত আইছি।

পরিমল। আপনারে তো আমি ঠিক চিনলাম না।

রিপো। আমি দৈনিক যুগবাণীর Staff Reporter.

পরিমল। ওঃ! Reporter!

রিপো। আমরার পেপারো শহিদ দিবসের উপরে একটা Feature করিয়ার মাসীমার যদি একটা Interview!

পরিমল। অয় অয় নিশ্চয়ই। ওগো তাইন দৈনিক যুগবাণীত থাকিয়া আইছইন তোমারে কিছু জিগাইবা।

মা। আমি আবার কিতা কইতাম?

পরিমল। দুই একটা প্রশ্নের জবাব দিবায় আর কি?

রিপো। আপনারে তো আমি ঠিক—

পরিমল। আমার নাম পরিমল গোস্বামী তারার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল। আমরা এক লগে বউত আন্দোলন করছি।

রিপো। তে তো আপনার কাছে থাকিয়া বউত Information পাওয়া যাইবো। আইচ্ছা আগে মাসীমার দুইটা ছবি লই লাই।

পরিমল। তার কাপড়টা একটু—

রিপো। নানা ঠিক আছে।

(Photo তুলে)

পরিমল। আপনে তো বেশী সময় লইতা নয়। আজকে নু অনো মিহির আইতো Minister.

রিপো। না, না। হই গেছে। আইচ্ছা পরিমলবাবু আপনে যখন হিদিনর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাইলে আপনার একটা ছোট খাটো Interview লই লাই। (Microphone বার করে) আচ্ছা মিঃ গোস্বামী সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।

পরিমল। সেদিনের ঘটনা আর কি বলবো। মনে হইলে আমার বুক ফেটে যায়। হাজার হাজার মানুষ একডাকে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। আমরা কয়েকজন সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। দিনের পর দিন Meeting ধর্না।

রিপো। আচ্ছা গুলিটা ঠিক কখন চলেছিল?

পরিমল। গুলিটা-গুলিটা

রিপো। আচ্ছা গুলি চলার সময় কি আপনি ঘটনা স্থলে ছিলেন?

পরিমল। না, মানে আমি ঠিক ঘটনা স্থলে ছিলাম না। তবে খবর পেয়েই আমি Volunter দের নিয়ে সেখানে দৌড়ে যাই এবং গিয়ে দেখি সে কি নিদারুণ দৃশ্য।

রিপো। আচ্ছা মি ঃ গোস্বামী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরিমল। অউ শেষ নি?

রিপো। অয় অয় আমি যেতা বুঝার বুঝি লাইছি। আচ্ছা মাসীমা আপনারে একটু কষ্ট দিমু। আপনে শহিদের স্ত্রী?

মা। অয় বাবা।

রিপো। আচ্ছা আপনার স্বামী যখন মারা যান তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

মা। ঘরোউ তো আছলাম। হাসপাতালর গাড়ি দিয়া তারা আইয়া আমারে লইয়া গেল। আমি গিয়া আমার স্বামীর মরা লাশ দেখছি।

রিপো। আচ্ছা আপনার স্বামী মারা যাবার পর আপনাদের সংসার কি ভাবে চলেছে?

পরিমল। অউ তো বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করিয়া—

রিপো। Please Don"t Interrupt! I want a specific answer!

পরিমল। আপনে ই point টার উপর অতো জোর দিরা কেনে?

রিপো। প্রয়োজন আছে।

পরিমল। তে আর আমি ইখানো থাকিয়া কিতা করতাম আমি আই।

(মাকে) ওগো বুঝিয়া শুনিয়া উত্তর দিও।

(হনহনিয়ে গিয়ে ক্লাবে ঢোকে)

রিপো। মাসীমা আপনারে আরেকটু কষ্ট দিমু আপনে Specifically মানে সঠিক করিয়া কইন, আপন কি ধরনর কাজ করছইন?

মা। সব ধরনর কাজ রে বাবা, মানে ঝিরা ফেতা করে, বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া—

রিপো। আচ্ছা আপনি যাদের বাড়ি কাজ করেছেন তারা কি জানতো আপনি একজন বীর শহিদের স্ত্রী?

মা। স্বাভাবিক। জানছে। আমার তো লুকাইবার কিচ্ছু নাই।

রিপো। আপনাকে কেউ সাহায্য করেনি?

মা। না।

রিপো। আপনার কোন অভিযোগ নেই?

মা। না।

রিপো। আচ্ছা মাসীমা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। *(Reporter চলে যায়)*

ছন্দা। তোমার কিতা দরকার আছিল অতো বেঁফাস মাত মাতবার।

মা। সত্য রে তো আমি লুকাইয়া রাখতাম পারতাম নায় রে মা। যা সত্য তাই কইলাম।

ছন্দা। পরিমলকাকু রাগ করিয়া উঠিয়া গেইছন গিয়া আমি বুঝছি।

মা। ছন্দা গো আমার শরীরটায় কি রকম করের গো।

ছন্দা। কিতা হইছে গো? চলো ঘরো চলো।

(মা এবং ছন্দা ঘরে ঢোকে) (সুদীপ আসে)

সুদীপ। অই রাজু, সব মরি গেছস না কিতা?

(সবাই বেরিয়ে আসে)

ক্লাব বন্ধ কর। আজকে Programme হইতো নায়।

সবাই। কেনে?

সুদীপ। মিহিরদা কোন ফুটবল খেলার প্রাইজ দেওয়াত গেছইন গিয়া।

পরিমল। ওবা, সুদীপ আমি একখান কথা কই শুন মিনিষ্টার না আইলে কিতা হইছে বেটা, আমি তো আসি। শহিদা বেদী আজকেউ উন্মোচন করি লওয়া ভালা।

সুদীপ। মিনিষ্টার সামনের সপ্তাহ আইব তখন দেখা যাইব।

পরিমল। তে আমি অনো থাকিয়া কিতা করতাম, আমি আইগিয়া।

সুদীপ। ওই রাজু এনাউন্সমেন্ট দে, আমি আইগিয়া।

নান্টু। মামু আস্তে আস্তে হঁটো, বেদনা করের নি?

মা। আ নান্টু আইছতনিরে নান্টু।

নান্টু। ওয়গো মা আইছি।

মা। ইতা কেমনে অইলো বে?

নান্টু। আর কইও না, ইনো সব বড় বড় মানুষের ভিড়, এর মাঝে আমরার এক মন্ত্রী আইছইন, পুলিশে দেয়না ঢুকতে। গেছে ঢুকতো আর মারছে ঠেলা আর পড়িয়া দেখো গো মা, তিনটা সিলাই দিয়া আনছি গো মা, হাসপাতাল থাকিয়া।

ছন্দা। কিতা হইছেবে কার সিলাই লাগছে *(কান্না)*

নান্টু। কান্দিছ না বে, কান্দিয়া কিতা করতে, আমরারে সমাজের কেউ চিনে না, আমরার কোন দাম নাই, আমরার কোন পরিচয় নাই, চলো মামু ঘরো চলো। *(মা মোম নিয়ে বেরিয়ে যায়।)*

।।যবনিকা।।